মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের উদ্বোধন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে জনসাধারণের প্রাণীজ পুষ্টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিক্রয় কার্য।ক্রমের উদ্বোধন করেন। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় ৬ টাকা ৫০ পয়সা পিস মুরগির ডিম, ১২৫ টাকা কেজি ব্রয়লার মুরগি এবং ৫৫ টাকা কেজি দরে দুধ বিক্রি করা হবে।
এসময় জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলামসহ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আরও ১০জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা – ১০২জন।
গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ৩৭ টি। এর মধ্যে নতুন করে ১০ জন (সদর-৪, গাংনী-৬) করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।
এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৬৭ (সদরে- ৩৯, গাংনীতে- ২২, মুজিবনগরে- ৬) জন।
এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৩০৮ টি। মৃত্যু- ১৮

জন (সদর- ১০, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭২৩ জন (সদর-৪০৫, গাংনী-২৩৩, মুজিবনগর- ৮৫), ট্রান্সফার্ড- ৬২ জন (সদর- ৪৬, গাংনী- ১৪, মুজিবনগর- ২)।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের শাহাজিপাড়ার ওয়াদুদ আলী (৭৭), মল্লিক পাড়ার নাহিদা, চাঁদপুরের শরিফুল ইসলাম (৩৭), বামনপাড়ার সফর উদ্দিন (৪৫) ও গাংনী উপজেলা বাদিয়া পড়ার জাহিদুল ইসলাম (২৮), চৌগাছার আক্তারুজ্জামান (৩৮), সীমা আক্তার (৩৪), ইফসিতা (০৫), নওশিন (১৫), নেহা (০৮)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুরে “মুজিববর্ষে মুজিবচর্চার প্রাসঙ্গিকতা” শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিব চর্চা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ থেকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত “মুজিববর্ষে মুজিবচর্চার প্রাসঙ্গিকতা” শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাতীয় অধ্যাপক ও সভাপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম।
জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডঃ ইব্রাহীম শাহীন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের সাথে মানবিক আচরণের অংশ হিসেবে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক ভাবে কারাবন্দী ১০০ পরিবারের সদস্যদের মাঝে সহায়তা প্যাকেজ (খাদ্য সামগ্রী) বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সহায়তা প্যাকেজ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেল সুপার মোখলেসুর রহমান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা কারাগারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা প্যাকেজের প্রতিটি প্যাকেটে ৩০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি ছোলা, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি খেজুর, ২ কেজি সয়াবিন তেল এবং ১ কেজি করে পেঁয়াজ থাকবে।

কারাবন্দীদের পরিবারেও সদস্য রয়েছে। তারা কারও ভাই, বোন, বাবা- মা আত্মীয়-স্বজন অনেক পরিবারের বন্দী নিজেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।
কারাবন্দি থাকা অবস্থায় অনেকের বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, আবার অনেকের সাজা ভোগ করতে থাকেন। এ সময় স্বাভাবিকভাবে তাদের পরিবারের সদস্যরা মানসিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে কারাবন্দীর অসহায় স্ত্রী নাবালক শিশু কন্যা এবং বৃদ্ধ বাবা- মায়ের দুর্দশায় পতিত হন চরম ভাবে। দুর্দশা কারাবন্দীদের পরিবারের সদস্যদের পাশে মানবিক ও সামান্য আর্থিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য জেলা প্রশাসন মেহেরপুরের উদ্যোগ।

কারাগার মূলত একটি সংশোধনাগার উত্তেজনাবশত কোন একটি অপরাধ সংগঠনের পর শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে কারাবন্দীদের মধ্য আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সংশোধনমূলক বোধের সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রকর্তৃক বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি দেখভাল করার সময় হাই বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত তাদের নিরাপত্তা শৃঙ্খলা বজায় রাখা যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাত নিশ্চিতসহ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কারামুক্তির পর তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ায় রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

মেহেরপুরের জেলা প্রসাশক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, এটি একটি সল্প পরিসরে মানবিক উদ্যোগ, ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে আরো কি ভাবে বেগবান করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মাস্ক বিতরন

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস প্রতিরোধে মাস্ক বিতরন ও জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ।
রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।
এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,দিলিপ মল্লিক,ফেরদৌস আলী মেন্তাসহ ইউপি সদস্যগন,ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্ট্রাফবৃন্দ ও গ্রামপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন,করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না।নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো।সামাজিক দুরুত্ব বজায়

রাখবো।নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো।তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে সীমার ঘরভাঙ্গা সংসারে ঠাঁই হলো না

স্ত্রীর মর্যাদা পেতে স্বামী রেজাউল হকের বাড়িতে ধর্ণা দিলেও শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হতে হয়েছে গৃহবধু সীমাকে। প্রবাসী স্বামীর সংসারে থেকে পরোকীয়ায় জড়িয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে সীমা। এখন কোন স্বামীর কাছে ঠাঁই নেই তার। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামের।
গৃহবধু সীমা জানান, নয় বছর আগে তার বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সিংপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী জনির সাথে। তাদের সংসারে রয়েছে সাত বছর বয়সী পুত্র সন্তান হাবিব। বেশ ভালই কাটছিল তাদের দাম্পত্য জিবন। ইতোমধ্যে ঘটে যায় বিপত্তি। বছর দুয়েক আগে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে হাড়িয়াদহ গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে রেজাউলের সাথে।
রেজাউলের বিয়ের আশ^◌াস পেয়ে সীমা প্রথম স্বামী জনিকে ৩০ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে তালাক দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখে ও ২৯ নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখে মেহেরপুর নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে এফিডেভিট করে গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন কাজী অফিসে বিয়ে করেন। কাজী মঞ্জুরুল হক তাদের বিবাহ রেজিস্ট্রি করান।
এদিকে স্বামী জনি বিদেশ থেকে এসে স্ত্রী সীমার কাছে আসলে বুঝতে পারে সীমার পরোকীয়ার বিষয়টি। মাস দেড়েক আগে জনি ও সীমা মেহেরপুরের বেসরকারী সংস্থা মউকের মাধ্যমে আবারো তালাকের কাজ সম্পন্ন করে। আগে যে এফিডেভিটের মাধ্যমে তালাক দেয়া হয়েছিল সেটি স্বামীর কাছে না দেয়ার কারণে আবারো তালাক দেয়া হলো বলে জানান সীমা।
অপরদিকে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। বিয়ের স্বাক্ষি হাড়িয়া দহের লিংকন জানান, সীমা গ্রামের মেয়ে। সে গাংনী যেতে বলায় হাসপাতালের ওখানে যাই। পরে একটি কাগজে স্বাক্ষর করি। সেটা বিয়ের কাগজ না অন্য কিছু জানা নেই। তাছাড়া ছয়মাস আগে

দ্বিতীয় বিয়ে আর দেড়মাস আগে তালাক দেয়ার ঘটনায় বিয়ে সিদ্ধ কিনা সেটা নিয়েও চলছে বিশ্লেষন। গৃহবধু সীমা রোববার দুপুরে স্বামী রেজাউলের বাড়িতে আসলে রেজাউলের বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ সময় গ্রামের নারী পুরুষ সবাই সীমার দোষত্িরিুট তুলে ধরেন। সেই সাথে স্বামী রেজাউলকে তুলে ◌াধুনা করেন তারা। পরে গ্রামের লোকজনের বিচারের আশ ^◌াস পেয়ে সীমা তার বাপের বাড়ি চলে যান।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও জিএস , মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেদ্রীয় কমিটির সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

দলীয় শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক কর্মদক্ষতার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত ও অন্তর্ভুক্তিকরণের পত্র গতকাল দুপুরে তিনি হাতে পেয়েছেন।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ গোলাম সরোয়ার এর ছেলে। ছাত্র বয়সে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে নিজেকে আত্ননিয়োগ করেন।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখনের এই প্রাপ্তিতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসাথে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে কেদ্রীয় কমিটির সভাপ্রতি ও সাধারণ সম্পাদকে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি

খোদ সরকারি অফিসগুলোতেই নিশ্চিত করা হচ্ছে না সরকারি নির্দেশনা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা থাকলেও তা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে।
এ নিয়ে যেন কোন ভ্রপক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের। ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি বাড়ছে বলে মন্তব্য চিকিৎসকদের।
সরজমিন খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গাংনী উপজেলা পরিষদের মধ্যে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি কাজে প্রতিদিন ভিড় করছেন শত শত মানুষ। গেল কয়েকদিন ধরে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। কিন্তু এ অফিসটিতে তার কোন প্রভাব দেখা যায়নি। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ কার্যক্রম চালু রাখার কথা। তবে অফিসে আগত লোকজন ও মহুরারদের তেমন কারও মুখেই দেখা থাকছে না মাস্ক।
সাব রেজিস্ট্রি অফিসের কয়েকজন বলেন, অফিসে আগত মানুষকগুলো নিয়ম মানছে না। তাদের বারবার বলা সত্বেও কথা শুনছেন না।
মাস্ক না পরা কয়েকজনের সাথে কথা হলে তারারও জানান ভিন্ন ভিন্ন অজুহাত।
তবে অফিসে সেবা নিতে আসা এক ব্যক্তির মুখে ছিল মাস্ক। তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশনা হচ্ছে ‘‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস”। কিন্তু এ অফিসটিতে কেন তা মানা হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়। মাস্ক ছাড়া সার্ভিস বন্ধ করে দিলে তো সবাই মাস্ক পরে আসবে। অফিসের যারা কর্মরত আছেন তারা যদি বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তবেই কেবল সম্ভব। কিন্তু তাদের নিরাবতায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

গাংনীতে সুদ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে গৃহহীন তিন নারী

গাংনীতে সুদ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ ও গৃহহীণ হয়ে তিন নারী সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে ধানখোলা গ্রামে সংবাদ সম্মেলনে ওই তিন নারী সুদ ব্যবসায়ীদের নির্মম নির্যাতন অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

গাংনীর ধানখোলা গ্রামের আহমেদ আলীর মেয়ে শিল্পী জানান, সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি হলপাড়ার মকবুল হোসেনের স্ত্রী বানীয়ারা খাতুনের কাছ থেকে তিন ধাপে তিন লাখ টাকা গ্রহণ করেন। শর্ত মোতাবেক শিল্পী খাতুনের স্বর্ণের দুল, চুড়ি চেইনসহ ব্যাংক একাউন্ট তিনটি ব্লাঙ্ক চেক জমা রাখেন সুদ ব্যাবসায়ীরা।
২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩ লাখ টাকা প্রদান করার পরও টাকা পরিশোধ হয়নি মর্মে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে সুদ ব্যবসায়ী বানীয়ারা খাতুন। টাকা গ্রহিতা শিল্পীয়ারা টাকা পরিশোধ করেও স্বার্ণালংকার ও চেক ফেরত পাইনি আজো।

শিল্পী আরো জানান, টাকা গ্রহণের সময় তার কাছ থেকে আড়াই ভরি সোনার গহনা ও চেকের তিনটি ফাঁকা পাতা জমা নেয় বাণীয়ারা। তার ধানখোলা গ্রামের জমিসহ বাড়ী বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করার পরও গহনা আর খালি চেক ফেরত দেয়া হয়নি।

শরিফার নামে মুন্টুর ছেলে নুরুজ্জামান বাদি হয়ে আদালতে একটি মামলা করলে মামলার তদন্ত করেন গাংনী উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস। সেখানে দুপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা ও স্বাক্ষ্য প্রমানের অভাব থাকায় তদন্ত প্রতিবেদনে শরিফা খাতুনের নামে অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে প্রতিবেদন দাখিল করেন।
পুলিশের কাছে সুদ ব্যবসায়ী বানীয়ারা অভিযোগ করার কারণে পুলিশ বারবার তার খোঁজ করছেন। বাধ্য হয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুদ ব্যাবসায়ীদের অত্যাচারে বাড়ি ছেলে বছর খানেক পালিয়ে ছিলেন শিল্পী। শিল্পীয়ারা খাতুনের স্বামী একজন মালেশিয়া প্রবাসী। ১০ বছর আগে মালেশিয়াতে যান শিল্পীর স্বামী। এসব কথা শোনার পর শিল্পীর স্বামী যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। সুদ ব্যাবসায়ীদের নির্মম ছোবলে শিল্পীর আশ্রয় হারিয়েছে, অন্যদিকে ছাড়ছেন স্বামীর

সংসার।
চৌগাছা গ্রামের আলতাফ হোসেনের স্ত্রী উষা খাতুন জানান, গাংনী বাজারে গার্মেন্ট্সের দোকান দেয়ার জন্য বানীয়ারার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। ২০১৭ সাল থেকে অদ্যাবদি ৬ লাখ টাকা পরিশোধ করার পরও আরো টাকা পাওনা রয়েছে বলে দাবী করে বানীয়ারা। টাকা নেয়ার সময় তার কাছ থেকেও ব্লাঙ্ক চেক নেয়া হয়।

উষা জানান, তিনি হলপাড়ার বাড়ি মিজান দারোগার কাছে বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করেছেন।
তিনি বলেন, বানীয়ারা মুন্টুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে শতকরা ১০ টাকা হারে টাকা নিয়ে অন্যত্র শতকরা ২০ টাকায় সুদে ব্যবসা করেন। অপরদিকে একই ব্যাক্তির কাছ থেকে ২০১৭ সালে ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন চৌগাছার সামসুজ্জামানের মেয়ে সৌদি প্রবাসীর স্ত্রী শরিফা খাতুন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিন লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন তিনি। আরো টাকা পাওনা রয়েছে মর্মে দাবী করে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। টাকা নেয়ার সময় যে তিন ভরি সোনার গহনা জমা রেখেছিল তাও ফেরত পাননি শরিফা খাতুন।

তিন নারী আরো জানান, হাসপাতাল বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী মন্টুর স্ত্রী মাহফুজা ও বানীয়ারা সুদের ব্যবসা করেন। মাহফুজার কাছ থেকে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদে টাকা নিয়ে বাণীয়ারা ২০ টাকা হারে অন্যজনের কাছে টাকা লগ্নী করেন। কোন টাকা অনাদায় থাকলে বানীয়ারার স্বামী মকবুল, মাহফুজার স্বামী ওষুধ ব্যবসায়ী মন্টু ও তার ছেলে বিজয় স্থানীয় ক্যাডার বাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। তাদেরকে বাড়ি বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করেও শান্তি নেই। ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে সুদ ব্যবসায়ীরা। গহনা, বাড়িসহ সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলি।

শুধু এরাই নয় এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছেন যারা ওই সুদ ব্যাবসায়ীদের অত্যাচার নিপীড়ন শোষন নিরবে সহ্য করছেন। শিল্পী, শরিফা ও উষার মত অনেকেই বাড়ি ঘর বিক্রি করে পথে পথে ঘুরছেন।

গাংনী থানার সেকেন্ডে অফিসার হাবিব জানান, মামলা এসেছিল তবে টাকা পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে তাছাড়া কোন চাপ বা হুমকী দেয়া হয়নি।
এ ব্যাপারে মন্টুর ছেলে মিঠু বলেন, শরিফা আমাদের বাসায় আসা যাওয়া করতেন। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানে যাবেন এমন মিথ্যা বলে আমার স্ত্রী ও মায়ের সাথে স্বর্ণের দুটি গহনা নিয়ে যায়। পরে সে আর ফেরৎ দেয়নি। বরং আজকাল করে ফেরত না দিলে আমরা গহনার জন্য অভিযোগ করি, সুদের

টাকার জন্য নয়।
এবিষয়ে মন্টুর ছেলে বিজয় জানান, স্বামীকে বিদেশ পাঠানোর জন্য তিন লাখ টাকা নিয়েছিলেন শিল্পীয়ারা। তার কাছ থেকে নেয়া অনেক প্রমান রয়েছে। পরে আমাদের টাকা পরিশোধ করেনি। উপরন্ত সে বছর খানেক আগে ঢাকায় পালিয়ে ছিলেন। কয়েকমাস আগে তিনি বাড়িতে এসেছেন এমন তথ্য পাওয়ার পর গ্রাম্য সালিশ হয়েছে। তার আত্নীয়স্বজনরাও টাকার বিষয়ে জানেন। তবে বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে টাকা ধার দেয়না এটা আপনারা ভালো করেই জানেন। আমিও স্বার্থ বা লাভের জন্য দিয়েছিলাম এমন কথা স্বীকার করে বলেন তারা আমাকে যে ১৩ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে তার প্রমাণ নেই। থানায় অভিযোগ দিয়েছি ব্যবস্থা না হলে আদালতে যাব বলে জানান বিজয়।

মেহেরপুরে নতুন ১০ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৬৩ জনে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ৪০টি। এর মধ্যে নতুন করে ১০ জন (সদর-৪, গাংনী-২, মুজিবনগর-৪), করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ৫৯ (সদর-৩৬, গাংনী- ১৬, মুজিবনগর- ৭) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬২৭১ টি। মৃত্যু- ১৭ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭২৩ জন (সদর- ৪০৫, গাংনী-২৩৩, মুজিবনগর- ৮৫), ট্রান্সফার্ড- ৬২ জন (সদর- ৪৬, গাংনী- ১৪, মুজিবনগর- ২)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার সেলিনা আক্তার (৪৯), শাহাজিপাড়ার মোমেনা (৬১), গোপালপুরের মনোয়ারা (৫০), গাংনী উপজেলার কাথুলীর মোমেজান নেছা

(৭০), মটমুড়ার শফিউল আযম (৬২) ও মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ানের আমিরুল ইসলাম (২৮), গোপালপুরের ছালেহার খাতুন (৫০), সুমিতা আক্তার (১৫), শমসের আলী (৬২) ও আটকবরের বিল্লাল হোসেন (৫৫)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।